রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ১১, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
শাখা-১০
প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১৪-৩-৯৫ / ৩০-১১-১৪০০

এস, আর ও নং-৩৫/আইন/৯৫ শ্রা/১০/শ্রম-৩/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 XXIII of 1969) এর section 37(2) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা:—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	অভিযোগ মামলা নং	১৩০/৯২
২।	অভিযোগ মামলা নং	৪৭/৯৩
৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	৪৫/৯৩
৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	০৮/৯৪
৫।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৫/৯৪
৬।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৬/৯৪
৭।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৯/৯৪
৮।	আই, আর, ও, মামলা নং	৪৬/৯৩/এবং ৪৭/৯৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোল্লা গোলাম সারওয়ার
উপ-সচিব(শ্রম)

মূল্য : টাকা ৬.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-১৩০/৯২

মোঃ আব্বাহার মালুম,
টোকেন নং-৮৫০২,
প্রাক্তন পদবী ফিটার, শিফট-বি,
কারিগরী বিভাগ, নবাব আসকারী জুট মিলস,
কাঞ্চন, জিলা:নারায়ণগঞ্জ, পিতা মৃত-
দাইমুদ্দিন মালুম, সাং-শিমুলিয়া,
থানা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ।

বাদী।

বনাম

(১) নবাব আসকারী জুট মিলস লিঃ,
ইহার পক্ষে মহা-ব্যবস্থাপক, কেন্দুয়া,
কাঞ্চন, জেলা: নারায়ণগঞ্জ।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক,
নবাব আসকারী জুট মিলস লিঃ,
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

বিবাদীগণ

উপস্থিত:- আবদুর রব মিয়া,(জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য-(মালিক পক্ষ)।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ:-২৬/১১/৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে বাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, বাদী ইং ১-৬-১৯৭৯ তারিখ হইতে ২য়: পক্ষের অধীনে একজন ফিটার হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ২,১০০(দুই হাজার একশত) টাকা। তাহা অতীত চাকুরীর খতিয়ান নিখুত ও পরিচ্ছন্ন। বাদী চাকুরীর শুরু হইতে ইউনিয়নের বৈধ কর্ম কাণ্ডের সহিত জড়িত ছিলেন এবং তিনি কয়েকবার ইউনিয়নের অফিস বিয়ারার হিসাবে নিযুক্ত হন। ইং ১০-৭-৮৮ তারিখ অনুষ্ঠিত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের নির্বাচনে তিনি সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং উক্ত পদে তিনি বহাল আছেন। ইউনিয়নের

বৈধ কর্মকাণ্ডের জন্য বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরী হইতে টারমিনেশনের নামে বরখাস্ত করেন ইং ২০-১০-৯২ তারিখ। টারমিনেশন আদেশ প্রাপ্তির পর বাদী ইং ১২-১০-৯২ তারিখ গ্রীভান্স পিটিশন/নোটিশ প্রদান করেন, যাহা দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২১-১০-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রত্যাখান করেন। তাই বাদী বাধ্য হইয়া পূর্ণবেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বাদী পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিল বিবাদী পক্ষ এই মোকদ্দমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষের দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগ সত্য নয়। দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারার বিধান মতে প্রথম পক্ষকে প্রদানযোগ্য সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদিসহ ইং ২-১০-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চাকুরী হইতে টারমিনেট করেন এবং উক্ত আদেশ সম্পূর্ণরূপে বৈধ। দ্বিতীয় পক্ষের জানামতে প্রথম পক্ষ কোন ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকরী কোন কর্মকর্তা বা সদস্য ছিলেন না। প্রথম পক্ষের কোন ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ ছিল না। তাই উক্ত আইনের ২৫(খ) ধারা প্রভাইসো (proviso) অনুযায়ী প্রথম পক্ষের বর্তমান মোকদ্দমা আইনের চোখে অচল। প্রথম পক্ষ অসৎ উপদেশের কারণে ২য়ঃ পক্ষের নিকট হইতে টারমিনেশন বেনিফিট গ্রহণ করেন নাই যদিও দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে টারমিনেশন বেনিফিট প্রদান করিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে। এমনকি মাননীয় আদালতের আদেশক্রমে টারমিনেশন বেনিফিট আদালতে জমা দিতেও বিবাদী পক্ষ প্রস্তুত আছে। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচাসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) বাদীকর্তৃক দাখিলকৃত এই মোকদ্দমাটি চলিতে পারে কি?

(২) বাদী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয়-১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে বাদী ইং ১-৬-৭৮ তারিখ হইতে বিবাদী পক্ষের অধীনে রিটায় গার্ড কাজ করিতেছিল। ইহাও স্বীকৃত যে ইং ১-১০-৯২ তারিখ বাদীকে তাহার স্থায়ী চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। আর বাদী ইং ১২-১০-৯২ তারিখ গ্রীভান্স নোটিশ দাখিল করিলেও ইং ২১-১০-৯২ তারিখ বিবাদী পক্ষ উহা অগ্রাহ্য করে। বাদীর নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, তিনি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কর্মকর্তা থাকাবস্থায় বিবাদী পক্ষের নিকট বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া পেশ করিতেন। তাই বাদীর ইউনিয়নে বৈধ কর্ম কান্ডের জন্য বিবাদী পক্ষ তাহার উপর বিরাগভাজন হন এবং ইউনিয়নকে বিনষ্ট করিবার জন্য বাদীসহ ইউনিয়নের কর্মকর্তাবৃন্দকে নানা প্রকার হয়রানী করিতে থাকেন। আর অবশেষে টারমিনেশনের নামে বাদীকে বরখাস্ত করেন। অপরদিকে বিবাদী পক্ষের নির্দিষ্ট মোকাদ্দমা এই যে, বাদীকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারার বিধান অনুযায়ী ইং ১-১০-৯২ তারিখ চাকুরী হইতে টারমিনেশন করা হয়। আর উহা ছিল টারমিনেশন

সিমপ্রিসিটর। ইউনিয়নের কর্মকান্ডের কারণে বাদীকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়নি। তা'ছাড়া বাদী ইউনিয়নের কার্যকরী কোন কর্মকর্তা বা সদস্য ছিল না। বাদী পক্ষ হইতে ইং ১-১০-৯২ তারিখের টারমিনেশানের আদেশ, বাদী গ্রীভান্স নোটিশ দাখিল করা হইয়াছিল উহার অনুলিপি, বিবাদী পক্ষ কর্তৃক বাদীর গ্রীভান্স পিটিশান অগ্রাহ্যের পত্র, পর পর প্রদর্শনী-১, ২ ও ৩ ইত্যাদি দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু বাদী যে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সেই সম্পর্কে কোন কিছু দাখিল করেন নাই। প্রদর্শনী-৪ পত্রটি নবাব আসকারী জুট মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সাধারণ সম্পাদককে লেখা। কিন্তু বাদী যে, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এমন কোন প্রমাণ উহাতে নাই। তা'ছাড়া বাদী জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, ইং ১-১০-৯২ তারিখ (টারমিনেশনের তারিখ) যে সিবিএ ইউনিয়ন ছিল উহাতে তিনি কিছুই ছিলেন না। তিনি ১৯৮৯ সনে সিবিএ এর সদস্য ছিলেন। বাদীর স্বীকারোক্তি হইতে দেখা যায় যে, তিনি ১৯৮৯ সনের পরে সিবিএ এর সদস্য ছিলেন না। তা'ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী বজলুর রহমান নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে ইং ১-১০-৯২ তারিখ বাদী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিল না এবং সিবিএ এরও কিছুই ছিল না। আর তাহাকে ট্রেড ইউনিয়নের কারণে টারমিনেশন করা হয় নাই। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহারা ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তাকে আদালতে টারমিনেট করেন নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময় বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারার বিধান মতে টারমিনেট করা হইয়াছে এবং তাহাকে টারমিনেট করার সময় তিনি ট্রেড ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা ছিলেন না এবং উহা ছিল টারমিনেশন সিমপ্লিসিটর। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত আইনের ২৫(খ) ধারার প্রভাইসো অনুযায়ী মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষ যুক্তিতর্ককালীন তারিখের ১ বৎসর পূর্ব হইতে আদালতে অনুপস্থিত রহিয়াছেন বিধায় যুক্তিতর্ককালীন সময় বাদী পক্ষের কোন বক্তব্য শুনা সম্ভব হয় নাই। তা'ছাড়া বিবাদী পক্ষ তাহাদের জবাবে পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষকে টারমিনেশন বেনিফিট প্রদান করিতে ২য় পক্ষ সর্বদাই প্রস্তুত আছেন এবং প্রয়োজনে আদালতের আদেশক্রমে তাহারা উহা আদালতে জমা দিতেও প্রস্তুত আছেন। বাদী পক্ষ পরবর্তীতে কিছু কাগজপত্র আদালতে দাখিল করিলেও উহা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নাই।

উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, বাদী কর্তৃক দাখিলী এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং বাদী এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দল ওয়াদদ, গার্টলিপিকার, টাইপ, করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

স্বা/:
(আব্দুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

১১-৯৪

স্বা/:
(আব্দুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ: ২৬-১১-৯৪

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৪৭/৯৩
এম,এ, মাবুদ চৌধুরী,
সিকদার ভিলা
৪৩১ নং, হেমসেন লেইন,
চট্টগ্রাম।

প্রথম পক্ষ।

বনাম

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও
জেনারেল ম্যানেজার,
হাবিব ব্যাংক লিঃ
৫৩ নং, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা

দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিতঃ- আব্দুর রব (জেলা ও দায়রাজজ) চেয়ারম্যান।

জনাব কাজী মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, (মালিক পক্ষ) সদস্য।

জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ) সদস্য।

রায়ের তারিখ ২৪/১১/৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার একটি মোকদ্দমা সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন এ্যাসিসটেন্ট হিসাবে ইং ২৯-৮-৮৪ তারিখ হইতে সততা ও দক্ষতার সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। ইং ১৩-৪-৯৩ তারিখ মিথ্যা অভিযোগে প্রথম পক্ষকে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করিয়া কৈফিয়ত তলব করা হয়। তিনি ইং ২৪-৪-৯৩ তারিখ কৈফিয়ত তলবের লিখিত জবাব দাখিল করেন নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রকার সুষ্ঠু তদন্ত না করিয়া এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া তাহাকে ইং ২৩-৫-৯৩ তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। দ্বিতীয় পক্ষের অবৈধ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্দ হইয়া প্রথম পক্ষ ইং ৬-৬-৯৩ তারিখ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানমতে অনুযোগপত্র দাখিল করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ অনন্যোপায় হইয়া বকেয়া বেতনসহ তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারেও প্রকারে চলিতে পারেনা এবং এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। প্রকৃত ঘটনা এইযে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে ইং ১৩-৪-৯৩ তারিখ অভিযোগ আনয়ন করা হয়। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া ইং ২৪-৪-৯৩ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ জবাবে সন্তোষ্ট না হইয়া ইং ২-৫-৯৩ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া ইং ২৬-৪-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষের উপর নোটিশ জারী করেন তদন্তে উপস্থিত হইবার জন্য। কিন্তু প্রথম পক্ষ ধার্য তারিখে উপস্থিত হন নাই। প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের আরেকটা সুযোগ প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৮-৫-৯৩ তারিখ তদন্তের দিন ধার্য করিয়া প্রথম পক্ষের নিকট আরেকটা পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রথম পক্ষ তদন্তে হাজির না হইলে তদন্ত কমিটি একতরফা ভাবে তদন্ত করেন। ইং ১৯-৫-৯৩ তারিখে তদন্ত কমিটি তাহাদের প্রতিবেদন দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রথম পক্ষের চাকুরীর অতীত রেকর্ড ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করেন। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচ সহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার আছে কি?

(৩) প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১,২ ও ৩:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ ইং ২৯-৮-৮৪ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে একজন সহকারী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন ইহাও স্বীকৃত যে ইং ১৩-৪-৯৩ তারিখে ১ম: পক্ষকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়া কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তিনি ইং ২৪-৪-৯৩ তারিখে নিজেকে নির্দোষ দাবী করিয়া জবাব দাখিল করেন। আর ইহাও স্বীকৃত যে প্রথম পক্ষের কৈফিয়ত এর জবাব দ্বিতীয় পক্ষের নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তদন্ত করা হয় এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পর্যালোচনা করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। অভিযোগ পত্রের প্রদর্শনী-২ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ এইচ এস, সি পাস না করা সত্ত্বেও তাহা চাকুরীর দরখাস্তে এইচ, এস, সি পাস দেখাইয়াছেন। কুমিল্লা বোর্ড হইতে তিনি যে কখনো এইচ, এস, সি পাস করেন নাই সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ এর প্রিন্সিপাল এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম (ডিগ্রী) কলেজের প্রিন্সিপাল তাহার ১৬-৩-৯৩ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন যে, মো: আবদুল মাবুদ, পিতা মৃত আবদস সোবাহান (প্রথম পক্ষ) নামে কেউ তাহাদের কলেজ

হইতে ১৯৮৩ সালে ১৫১০৭ নম্বর রুল নম্বরে পাস করেন নাই। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা এর উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পক্ষ হইতেও ইং ৪-৪-৯৩ তারিখে পত্রে দ্বিতীয় পক্ষকে জানানো হইয়াছে যে, মো: আবদুল মাবুদ, পিতা মৃত-আবদুস সোবহান (প্রথম পক্ষ) নামে কেউ ১৯৮৩ সনে বোয়ালখালী গিয়াজুল ইসলাম কলেজ হইতে বোয়ালখালী কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন নাই এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রেরিত ফটোকপির সনদটি ভুয়া এবং বানোয়াট। প্রথম পক্ষ শুনানীকালে উপরোক্ত বিষয় চ্যালেঞ্জ করেন নাই। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী টাইপিষ্ট- কাম-ক্লার্ক পদে নিম্নতম যোগ্যতা ছিল। এস, এস, সি পাশ এবং সেই ভিত্তিতে তিনি চাকুরী লাভ করিয়াছিলেন। যুক্তিতর্ক কালিন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ -আইনজীবীর বক্তব্য রাখেন যে, ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(সি) ধারার বিধান মত প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নহে এবং প্রথম পক্ষের চাকুরীর সময় উপরোক্ত পদের জন্য যে নিম্নতম যোগ্যতা এইচ, এস, সি ছিল। উহা ছিল দ্বিতীয় পক্ষ প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষের চাকুরীর জন্য কোন বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষ চাকুরীর যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন উহাতে তিনি ১৯৮৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে আই,কম পাস দেখাইয়াছেন বোয়ালখালী এস, আই কলেজ হইতে এবং তিনি এইচ, এস, সি পাশের সার্টিফিকেটের ফটোকপিও দাখিল করিয়াছেন। বিজ্ঞ আইন-জীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, পর পর দুইবার নোটিশ প্রদান করা সত্ত্বেও প্রথম পক্ষ তদন্তে হাজির হন নাই। তাই তদন্ত কমিটি একতরফা তদন্ত করিয়া যে প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন উহাতে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। তাই সঠিকভাবেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

জেরার সময় প্রথম পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৫-৮-৮৪ তারিখের দরখাস্ত, প্রদর্শনী-ক তিনি দাখিল করিয়াছেন। জেরার সময় তিনি আরও স্বীকার করেন যে, টাইপ করা ফটো সহ দরখাস্ত প্রদর্শনী-খ তিনি দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্ত দুইটিতে তিনি বোয়লখালী এস, আই, কলেজ ১৯৮৩ সনে দ্বিতীয় বিভাগে আই, কম পাস করিয়াছেন মর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। এমনকি তিনি যে, আই, কম পাস উহা প্রমাণের জন্য তিনি একখানা জাল সার্টিফিকেট এর ফটোকপিও দাখিল করিয়াছেন প্রথম পক্ষ তাহার সাক্ষ্য প্রদানের সময় কখনও বলেন নাই যে, তিনি তাহার চাকুরীর দরখাস্তে আই, কম পাস উল্লেখ করেন নাই। তা'ছাড়া যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীও উক্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নাই। স্বীকৃতমতে তদন্তে হাজির হইবার জন্য পর পর দুইবার প্রথম পক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হইলেও তিনি তদন্তে হাজির হন নাই। তাই বাধ্য হইয়া তদন্ত কমিটি এক-তরফা তদন্ত পূর্বক তাহাদের প্রতিবেদন, প্রদর্শনী--(ঙ)দাখিল করিয়াছেন। উক্ত প্রতিবেদনে তাহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষ মোঃ মাবুদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে দোষ প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও প্রথম পক্ষ তাহার জবান বন্দিতে বলিয়াছেন যে, তিনি তদন্তে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাহার উপস্থিতিতে ব্যাংকের কোন সাক্ষী নেওয়া হয় নাই। কিন্তু উহা প্রমাণের জন্য তিনি কোন কিছুই দাখিল করিতে পারেন নাই। যদিও যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, টাইপিষ্ট-কাম-ক্লার্ক পদের জন্য ১৯৯৪ সন নিম্নতম যোগ্যতা এস, এস, সি ছিল। কিন্তু উহা প্রমাণ করিতে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যর্থ হইয়াছেন। উপরোক্ত পদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যাহা কিছুই থাকুক না কেন প্রথম পক্ষ যে, বোয়ালখালী এস, আই, কলেজ হইতে ১৯৮৩ সালে আই, কম পাস উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে প্রথম পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। তাই চাকুরীর দরখাস্তে মিথ্যাভাবে আই, কম পাস দেখানো এবং উহার সমর্থনে জাল সার্টিফিকেট এর ফটোকপি দাখিল করা অভিযোগে প্রথম পক্ষকে শুধু চাকুরী হইতে ডিসমিস করা ছাড়াও তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করা উচিৎ ছিল।

বিজ্ঞ-সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইলে তাঁহারাও একই মত পোষণ করেন। যাহাহোক, উপরের আলোচনার আলোকে এবং দাখিলী কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং তিনি এই মোকদ্দমাটি কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে খরচসহ ডিসমিস হইল।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, সাঁটলিপিকার, টাইপ, করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

স্বা/: আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান;
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।
তারিখ ঃ ২৪-১১-৯৪

স্বা:

আবদুর রব মিয়া
চেয়া ম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
স্বা: ২৪-১১-৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
আই,আর,ও, কেস নং ৪৫/৯৩

মোঃ শহিদুল আলম,
পিতা মৃত হাজী আলী হোসেন
১০১/১, বড়বাগ, মিরপুর
সেকশন-২, ঢাকা-১২১৬ বাদী।

বনাম

(১) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন,
ইহার পক্ষে-চেয়ারম্যান,বি,এ,ডি,সি কৃষি ভবন,
দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) নির্বাহী প্রকৌশলী,
বি,এ,ডি,সি, কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগার,
শেরে বাংলানগর, ঢাকা বিবাদীদ্বয়।

উপস্থিত: আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব এ,কে,এম জহুরার খান (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব গোলাম মহিউদ্দিন, (শ্রমিক পক্ষ) সদস্য।
রায়ের তারিখ: ২৩-১১-১৯৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে বাদীপক্ষের মোকদ্দমা এই যে, বাদী ইং ৩-৫-৭৬ তারিখ মেকানিক হিসাবে বিবাদীর কর্পোরেশনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া কাজ করিতে থাকেন এবং ইং ১৬-২-৮৬ তারিখ উপসহকারী প্রকৌশলী হিসাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। বাদীর চাকুরীর অতীত রেকর্ড

নিশ্চিত ও পরিচ্ছন্ন। বাদীকে ২ নং বিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইং ১৬-৫-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মিথ্যা অজুহাতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং অদ্যাবধি উক্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয় নাই। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(২) ধারার বিধানমতে ২ (দুই) মাসের বেশী সাময়িক বরখাস্ত রাখা যায় না। আর বি,এ,ডি,সি এর সার্ভিস রুল অনুযায়ী অভিযোগ অবহিত করার পর হইতে ৯০ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তাই বাদীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না এবং তিনি বকেয়া বেতনাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের যোগ্য। বাদীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে ফৌজদারী মামলাসহ কোন মোকদ্দমা নাই। বাদীর বিরুদ্ধে কতগুলি প্রহসনমূলক তদন্ত হইয়াছে যাহাতে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। বাদীর সামনে কোন সাক্ষী প্রমাণাদি নেওয়া হয় নাই এবং গুদামের মালামালও যাচাই করেন নাই। বাদী বিবাদীদের নিকট ইং ১-৯-৯১ তারিখ শেষ আবেদন করিয়াও কোন ফল পান নাই। তাই বেতনাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য বিবাদীগণকে নির্দেশ প্রদানের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

বাদী পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে বিবাদীগণ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে বিবাদীদের মোকদ্দমা এই যে, ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় দাখিলকৃত এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না এবং মোকদ্দমা দায়ের করিবার কোন যুক্তি সংগত কারণ নাই। বাদী ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(XXVIII)ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী শ্রমিক নয় বিধায় মামলাটি খারিজযোগ্য। বাদী শ্রমিক নয় এবং তিনি একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে গুদাম রক্ষক, করনিক বনাম-গুদাম রক্ষক, মেকানিক, সহ-মেকানিক, দারোয়ান, পিয়ন ইত্যাদি পদে কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারককারী কর্মকর্তা। বাদী বি,এ,ডি,সি এর ১৯৬১ সালের ৩৭ নং অর্ডিন্যান্সের ৭৪ ধারামতে বিবাদীগণের উপর ম্যানডেটরী নোটিশ প্রদান না করিয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারেন না। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, বাদী বিবাদী পক্ষের অধীনে ঢাকা কেন্দ্রীয় সংরক্ষনাগারে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে চাকুরীতে থাকাবস্থায় ইং ১৫-৫-৯১ তারিখ দিবাগত রাত্রে উক্ত সংরক্ষনাগারে এক ডাকাতি সংঘটিত হয় এবং সংস্থার বিপুল পরিমাণ মূল্যবান মালামাল ও যন্ত্রাংশ খোয়া যায় বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হয়। উক্ত ডাকাতি ও ঘটনা পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডাকাতির সহিত বাদী ও অন্যান্য কতিপয় কর্মকর্তা/ কর্মচারী জড়িত রহিয়াছে এবং তাহাদের যোগসাজসে ও ইংগিতে সাজানো ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। তাই ২ নং বিবাদীর ইং ১৬-৫-৯১ তারিখের ২৫৪(১৬) নম্বর স্মারক মোতাবেক বাদীসহ মোট ৭(সাত) জন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং ঐ দিনই ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় তেজগাঁও থানায় ৫৮ নম্বর এফ আই আর দায়ের করা হয়। ডাকাতির পূর্ব হইতে এবং ডাকাতির সময়ে বাদী উল্লেখিত সংরক্ষনাগারে কুকুতা-৯৭০-(শাঃপাঃ/অনকু) এবং ২২০০ (শাঃপাঃ) ষ্টোরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং সাজানো ডাকাতিতে উক্ত ষ্টোরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারের বিপুল পরিমাণ যন্ত্রাংশ/মালামাল ষ্টোরের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের যোগসাজসে আত্মসাৎ করিয়া নকল মালামাল বিভিন্ন সময় ষ্টোরে আনিয়া রাখে। অনেক যন্ত্রাংশ/মালামাল ঘাটতিও পাওয়া যায়। ডাকাতির বিষয় তদন্তের জন্য সংস্থার চেয়ারম্যান, সদস্য পরিচালক (বীজ)কে আহবায়ক করিয়া ৫(পাঁচ) সদস্যের

তদন্ত টিম গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত টিম তদন্তপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করেন। তাছাড়া সদস্য পরিচালক (সেচ), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সেচ) ঢাকা বিভাগ কে আহবায়ক করিয়া ৪(চার) সদস্যের তদন্ত টিম গঠন করেন। তাহারাও তদন্ত পূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারের প্রতিটি ষ্টোরের চাক্ষুষ যাচাই/ইনভেন্টরী করার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে দায়িত্বশীল অফিসার নিয়ে তদন্ত টিম গঠন করা হয়। তাহারা ষ্টোরের চাক্ষুষ যাচাই/ইনভেন্টরী করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে নকল, ঘাটতি বাবহারের অযোগ্য এবং অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ/মালামাল পাওয়া যায় মর্মে উল্লেখ করা হয়। উহার পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর ইং ৭-৭-৯২ তারিখের ৪৩৮ নম্বর স্মারকে বাদীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং বিভাগীয় অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হয়। বাদী ইং ২৫-৭-৯২ তারিখে উক্ত অভিযোগের জবাব দাখিল করেন। অভিযোগনামা এবং বাদীর জবাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংস্থার সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উহার ভিত্তিতে বাদীর বিরুদ্ধে ইং ১৪-১২-৯২ তারিখের ২৯৭৭ নম্বর স্মারক মূলে বিভাগীয় অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হয় এবং পূর্বের অভিযোগনামা বাতিল করা হয়। বর্তমানে উক্ত অভিযোগনামার তদন্ত কাজ চলিতেছে। তাছাড়া দুর্নীতিদমন বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তপূর্বক তেজগাঁও থানায় ইং ১৩-৩-৯৩ তারিখে ৪৯ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন বাদীর বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তারকৃত আসামীরা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহারা কেন্দ্রীয় সংরক্ষণাগারে ষ্টোরের রক্ষিত যন্ত্রাংশ পাচার করিয়াছেন। মোট ৭(সাত)টি ষ্টোরের মধ্যে অত্র মামলার বাদীর দায়িত্বে ন্যাস্ত ১০ নং ষ্টোরের বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রাংশ ঘাটতি, নকল ইত্যাদি বাবদ বিবাদী সংস্থার ক্ষতির পরিমাণ ৫৬,৬৮,৮৪২.৫০ (ছাপান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশত বিয়াল্লিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা এবং উহার জন্য বাদী এককভাবে দায়ী। উক্ত বিষয় দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে আদালতে বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করার কার্যক্রম চলিতেছে এবং বিভাগীয় মামলা তদন্তাধীন আছে। উপরোক্ত অবস্থায় বাদীর মোকদ্দমা খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) বাদীর এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার আছে কি?

(৩) বাদী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১, ২ ও ৩:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়গুলি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে বাদী ইং ১৬-২-৮৬ তারিখ হইতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী বাদী ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২ (XXVIII) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী শ্রমিক নহে বিধায় এই মোকদ্দমা দায়ের করার তাহার কোন অধিকার নাই এবং মোকদ্দমাটি আইনে চোখে অচল। তাছাড়া ১৯৬১ সনের বি,এ,ডি,সি অর্ডিন্যান্সের ৭৪ ধারার বিধান মতে কর্পোরেশনকে মোকদ্দমা দায়েরের ২ (দুই) মাস পূর্বে নোটিশ প্রদান না করায় মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময়ে বক্তব্য রাখেন যে, ৩৬ ডি,এল,আর (এডি) এর ৬৯ নং পৃষ্ঠায়

বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকেও বর্তমান মোকদ্দমাটি আইনের চোখে অচল। সেখানে Their lordship have observed—"When a suit is to be instituted against the Corporation, it will be barred by time if not instituted within 2 months from the date of notice served upon the Corporation or any of its Officers." স্বীকৃত মতে বর্তমান মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে বিবাদী পক্ষকে কোন নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। যদিও বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, ১৯৯০ সালের বি,এ, ডি, সি, অডিন্যান্সের ৪২(৪) ধারার বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করার ৯০ কার্য দিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু উক্ত ধারা লঘু দণ্ডের অভিযোগে তদন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে উহা গুরুদণ্ডের আওতায় পড়ে। উপরোক্ত ধারাটি বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

যাহা হোক, বি,এ,ডি,সি, অডিন্যান্সের ৭১ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা দায়ের এর ৬০ দিন পূর্বে কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান না করায় মোকদ্দমাটি আইনত চলিতে পারে না মর্মে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তা'ছাড়া বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী বাদী শ্রমিক নয় এবং তাহার অধীনে গুদাম রক্ষক, করণিক বনাম গুদাম রক্ষক মেকানিক সহ-মেকানিক, দারোয়ান, পিয়ন ইত্যাদি পদের কর্মচারীগণ কাজ করেন এবং তাহাদের কার্যাবলী বাদী তদারকী করেন। যদিও বাদী পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, ৪০ ডি, এল, আর (এডি) এর ৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকে শুধু একজন লোক শ্রমিক বা নিয়োগকারী কিনা উহা তাহার কাজের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার বিষয়বস্তু এবং বর্তমান মোকদ্দমার বিষয়বস্তু এক নয় বিধায় উক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তা'ছাড়া বাদী জবানবন্দীতে পরিষ্কারভাবে বলেন নাই যে, তাহার অধীনে কোন গুদাম রক্ষক, করণিক বনাম গুদামরক্ষক, মেকানিক,সহ-মেকানিক, দারোয়ান,পিয়ন ইত্যাদি কাজ করে নাই এবং তিনি তাহাদের কাজের তদারকী করেন নাই। তিনি শুধু তাহার জবানবন্দীতে এবং জেরার সময় বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়াছেন। জেরার সময় তিনি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি এই মোকদ্দমা দায়ের-এর পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন নাই। স্বীকৃতমতে বাদীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা বর্তমানে বিচারাধীন আছে এমন কোন প্রমাণ দ্বিতীয় পক্ষ দিতে পারেন নাই। অতএব উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, বাদী ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(XXVIII) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞানুযায়ী শ্রমিক নয়। বাদী ১৯৬১ সনের বিএডিসি অডিন্যান্সের ৭৪ ধারার বিধানমতে এই মোকদ্দমা দায়েরের ৬০ দিন পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষকে নোটিশ প্রদান না করায় এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না।

উপরের আলোচনার আলোকে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(XXVIII) ধারার বিধানমতে বাদী শ্রমিক না হওয়ায় তাহার এই মোকদ্দমা দায়েরের কোন অধিকার নাই। আর ১৯৬১ সনের বি, এ, ডি, সি অডিন্যান্সের ৭৪ ধারার বিধান মতে মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে বিবাদী পক্ষকে নোটিশ প্রদান না করায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। তাই বাদী এই মোকদ্দমার কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

স্বাঃ
(আবদুর রব মিয়া)
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তাং ২৩-১১-৯৪

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, সাঁটলিপিকার, টাইপ করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

স্বাঃ
আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তাং ২৩-১১-৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-৮/১৯৯৪

মোঃ সফিউল্লা,
প্রাক্তণ জালাল আহমেদ,
ঘাট মাঝির বাড়ী,
গ্রাম রামপুর,
থানা কোম্পানীগঞ্জ,
জেলা নোয়াখালী।

বনাম

প্রথম পক্ষ।

শহিদুল ইসলাম ভূইয়া
ব্যবস্থাপনা অংশীদার,
সালমা ওয়াটিং ওয়ের্জ,
প্রোঃ মাদারীপুর,
জেলা মাদারীপুর।

দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত: আবদুর রব মিয়া, (জেলা দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী মোঃ খোরশেদ আলী, (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব নাসির আলী (শ্রমিক পক্ষ) সদস্য।

রায়ের তারিখ : ২১-১১-১৯৯৪।

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা। সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের পিতার অধীনে ইং ১৮-১০-৫৭ তারিখ হইতে প্রথমে লস্কর পদে এবং পরবর্তীতে সুকানী পদে সততা ও

দক্ষতার সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের পিতার মৃত্যুর পর অর্থাৎ তৎকালীন ব্যবস্থাপনা মালিকের মৃত্যুর পর সমস্ত ব্যবসা দ্বিতীয় পক্ষ দেখাশুনা করেন এবং তাহার অধীনে প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ৯৫০.০০ টাকা। দ্বিতীয় পক্ষ গত অগ্রহায়ণ মাসে ১ম সপ্তাহে জাহাজ ডকে উঠান। সেই সময় প্রথম পক্ষের আশ্বিন মাসের ১(এক) সপ্তাহের মজুরী বাকী রাখিয়া তাহাকে এক মাসের ছুটিতে বাড়ী যাইতে বলেন। প্রথম পক্ষকে অদ্যবধি বকেয়া বেতন প্রদান করা হয় নাই। প্রথম পক্ষ ২য় বারের মত এক মাস ছুটি কাটাইয়া মাঘ মাসের ৫ তারিখে পুনরায় কাজে যোগদান করিতে আসিলে ২য় পক্ষ যোগদান পত্র গ্রহণ করেন নাই এবং বকেয়া বেতন দিতেও অস্বীকার করেন। ২য় পক্ষ ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান হইতে বিরত রাখেন এবং বে-আইনী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাহার বকেয়া মজুরী ও ছুটির মজুরী প্রদান করিতেছেন না। ২য়: পক্ষ প্রথম পক্ষকে বরখস্ত বা ছাটাই করেন নাই। অথচ কাজ করিতে দিতেছেন না এবং বেতন প্রদান করিতেছেন না। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান ও বকেয়া বেতন প্রদান না করায় প্রথম পক্ষ ইং ৯-২-৯৪ তারিখে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে বকেয়া মজুরী ও কাজে যোগদানের অনুমতির দরখস্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত পত্র পাওয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার না করায় বকেয়া বেতনসহ কাজে যোগদানের নির্দেশের জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বয়ান দাখিলে এই মোকদ্দমা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা আদৌ শ্রবণীয় নহে। প্রথম পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার কাজ হইতে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত আছেন। তাহাকে বরখাস্ত, ডিসচার্জ কিছুই করা হয় নাই এবং তিনি দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক ছিলেন। প্রথম পক্ষ ইং ১৮-১২-৫৪ তারিখ হইতে চাকুরীতে নিয়োজিত হন নাই। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১৯৬৫ সনের জানুয়ারী প্রথম সপ্তাহ হইতে কাজে যোগদান করেন। প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর রেকর্ড ভাল নহে। প্রথম পক্ষকে প্রথমতঃ মৌখিকভাবে লস্কর পদে নিয়োগদান করা হয় এবং ১৯৭০ সনে তাহাকে সুকানী পদ দেওয়া হয়। তবে তাহাকে পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই। সুকানী ও লস্কর একই সুকানী মর্যাদার শ্রমিক। দ্বিতীয় পক্ষের পিতার মৃত্যুর পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১৯৬৫ সন হইতে কাজ করিতেছিলেন। প্রথম পক্ষ দৈনিক ৩০.০০ ত্রিশ টাকা মজুরী পাইতেন এবং কার্য দিবসের খোরাকী লইতেন। প্রথম পক্ষকে জাহাজটি ডকে দেখাশুনা করার জন্য বলিলে তিনি ডকে থাকেন নাই, বরং প্রথম পক্ষ অন্যত্র জাহাজে গিয়া কাজ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিনা অনুমতিতে বিগত ১৪০০ সালের অগ্রহায়ণ হইতে অদ্য পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত থাকেন। তাই দৈনিক কাজ না করিলে বেতন দিবার প্রশ্নই উঠে না। প্রথম পক্ষকে কোন ছুটি প্রদান করা হয় নাই এবং তিনি কাজে যোগদান করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হন নাই। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক কাজে যোগদান হইতে বিরত রাখার কথা সঠিক নহে। প্রথম পক্ষ যদি কাজ করিতে চাহেন তবে তিনি পূর্বের মত দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি বকেয়া মজুরী পাইতে পারেন না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ইং ৯-২-৯৪ তারিখ নোটিশ দিয়েছিলেন সত্য কিন্তু প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করেন নাই বিধায় এবং বকেয়া বেতন পাইতে অধিকারী না হওয়ায় কোন প্রতিকার পান নাই। উক্ত নোটিশের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল বিধায় উহা অগ্রাহ্য হয়। উপরোক্ত অবস্থায় খরচসহ প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষণীয় কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের ১ নম্বর সাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ নিজে শুধু এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন সাক্ষী প্রদান করেন নাই। প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতে তাহার মোকদ্দমা বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, আরাকান জাহাজে শেষ কাজ করিয়াছেন এবং উক্ত জাহাজ গত অগ্রহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহে ডকে উঠান। ঐ সময় তাহাকে আশ্বিন মাসের ১(এক) সপ্তাহের বেতন বাকী রাখিয়া এক মাসের ছুটিতে পাঠান। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, ছুটি শেষে কাজে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। তাই তিনি বকেয়া বেতন সহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ইং ৯-২-৯৪ তারিখ রেজিষ্টী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট একটি পত্র প্রদর্শনী-১ প্রেরণ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। তাহাকে বকেয়া বেতনও প্রদান করেন নাই। জেরার সময় দ্বিতীয় পক্ষ হইতে তাহাকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, তিনি ১৯৬১ সাল হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজ করেন এবং দৈনিক ৩০/=টাকা হারে মজুরীতে কাজ করিয়াছেন এবং ১৪০০ সালের আশ্বিন মাস হইতে তিনি বে-আইনীভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকেন। উক্ত বিষয়ে সাক্ষী অস্বীকার করেন। প্রথম পক্ষ যে, ১৯৫৭ সন হইতে লস্কর পদে এবং ১৫-৩-৬০ তারিখ হইতে সুকানী পদে কাজ করিয়াছেন উহা প্রমানের জন্য প্রথম পক্ষ তাহার সার্ভিস বহি:, প্রদর্শনী-২ দাখিল করিয়াছেন। যদিও জেরার সময় দ্বিতীয় পক্ষ হইতে প্রথম পক্ষকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে প্রদর্শনী-২ সার্ভিস বহি: নহে। কিন্তু উহাতে সালমা ওয়াটার ওয়েজের পক্ষে অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষে যে দস্তখত আছে উহা দ্বিতীয় পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। আর যদিও যুক্তিতর্ককালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞআইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ কখনও দ্বিতীয় পক্ষের নিকট কাজে যোগদানে জন্য যান নাই কিন্তু প্রথম পক্ষ যে বকেয়া বেতন ও কাজে যোগদানে অনুমতি চাহিয়া রেজিষ্টী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন উহা দ্বিতীয় পক্ষ অস্বীকার করেন নাই। উক্ত দরখাস্ত, প্রদর্শনী-১ পাওয়া সম্বন্ধে দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। স্বীকৃত মতে উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে বকেয়া বেতনসহ কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া প্রথম পক্ষ প্রার্থনা করিয়াছেন। উহা হইতে প্রমানিত হয় যে প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে গেলেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই এবং বকেয়া বেতনও প্রদান করেন নাই। আর ১৯৫৭ সন হইতে বা ১৯৬৫ সন হইতে একজন শ্রমিকের অস্থায়ী ও দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। যুক্তিতর্ককালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি বক্তব্য রাখেন যে দ্বিতীয় পক্ষ সব সময় প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদানের অনুমতি দিতে প্রস্তুত। তবে প্রথম পক্ষ বকেয়া বেতন বা মজুরী পাইতে অধিকারী নহে।

অপরদিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, যেহেতু প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে যাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই সেহেতু তিনি বকেয়া বেতন পাইতে অধিকারী। আর মোকদ্দমাটি রক্ষনীয় বিষয়েও যুক্তিতর্ককালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি কোন বক্তব্য রাখেন নাই।

তাই উপরোক্ত অবস্থার আলোকে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা একই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতনসহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, সাঁটলিপিকার, টাইপ করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

আই, আর, মামলা নং-৩৫/১৯৯৪

মোঃ মাজেদ আলী খাঁন
ইক্ষু উন্নয়ন পরিদর্শক,
ফরিদপুর চিনিকল
পোঃ-মধুখালী, ফরিদপুর।

—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
১১৫-১২০ আদমজী কোর্ট,
মতিঝিল ঢাকা, প্রতিনিধিত্বে-ইহার চেয়ারম্যান,

(২) মহা ব্যবস্থাপক,
ফরিদপুর চিনিকল
পোঃ-মধুখালী,
জেলাঃ-ফরিদপুর।

—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতঃ—আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রাজজ), চেয়ারম্যান।

জনাব কাজী মোঃ খোরশেদ আলী(মালিক পক্ষে) সদস্য

জনাব নাসিম আলী (শ্রমিক পক্ষে) সদস্য।

রায়ের তারিখ ২৫-১০-৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ইং ২৫-১১-৭৬ তারিখ তিনি ইক্ষু সহকারী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ৩০-৬-৮৩ তারিখ তাহাকে ইক্ষু উন্নয়ন পরিদর্শক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। তাহাকে ইং ১-৭-৯১ তারিখ হইতে ১৭২৫-১০৫—-২৪৬০-১১৫-৩৭২৫ টাকা প্রথম টাইম-স্কেল প্রদান করা হয় এবং তিনি বর্তমানে ৩৪৯৫ টাকা বেতন পাইতেছেন। প্রথম পক্ষ একজন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী। প্রথম পক্ষ যাহাতে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করিতে না পারে সেই জন্য তাহাকে হঠাৎ ৯-৪-৯৪ইং তারিখ তাহার বর্তমান স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদে পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষকে বে-আইনীভাবে জুনিয়র অফিসার পদমর্যদা স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষ ইং ২৯-৫-৯৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত পদমর্যদা স্থাপনের আদেশ প্রত্যাখান করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ লিখিত বর্ণনা দাখিলে এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপনের আদেশে বে-আইনী কিছু নাই। প্রথম পক্ষের পদোন্নতির আদেশ প্রত্যাখান করার কোন অধিকার নাই। সম্পূর্ণ প্রশাসনিক কারণে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে জুনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচ সহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়-১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে একই স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ যাহাতে ইউনিয়নের কাজ করিতে না পারে শুধু সেই কারণেই তাহাকে একই স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় প্রদান করা হইয়াছে বিধায় শ্রমিক হিসাবে বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করা তাহার কোন অধিকার নাই।

স্বীকৃতমতে একই স্কেলে প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাও স্বীকৃত যে, উক্ত পদে তাহাকে স্থাপন করা হইলেও কাজের কোন পরিবর্তন হয় নাই। আর ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপনে আদেশ গ্রহণ করেন নাই। তাই তাহার পূর্ব পদে বহাল থাকিয়া শ্রমিক হিসাবে এই মোকদ্দমা দায়ের করায় আইনতঃ কোন বাধা নাই। আর একই স্কেলে পদোন্নতির আদেশ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ইউনিয়নের কাজ হইতে বিরত রাখার জন্য এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। তাছাড়া কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে পদোন্নতি নিতে না চাহিলে তাহাকে জোরপূর্বক পদোন্নতি প্রদানের যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের মতামতের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের ইং ৯-৪-৯৪ তারিখের ফচিক/প্রশা:/নাঃমোঃ-৩১৬/৩১২৩ নম্বর আদেশ বাতিল করা হইল। অবস্থা বিবেচনা কোন খরচের আদেশ দেওয়া গেল না।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ
আব্দুল ওয়াদুদ, সাঁটলিপিকার টাইপ,
করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

আঃ রব মিয়া
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা
তারিখঃ—২৫-১০-৯৪ইং

আঃ রব মিয়া
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।
তারিখঃ২৫-১০-৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
আই, আর, ও, মোকঃ নং- ৩৬/১৯৯৪

মোঃ নজরুল ইসলাম,
ইক্ষু উন্নয়ন পরিদর্শক,
ফরিদপুর চিনিকল,
পোঃ-মধুখালী, ফরিদপুর। — —প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন,
১১৪-১২০, আদমজী কোর্ট,
মতিঝিল, ঢাকা, প্রতিনিধিত্বে—ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক,
ফরিদপুর চিনিকল
পোঃম-ধুখালী,
জেলাঃ-ফরিদপুর —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিতঃ—আব্দুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী মোঃ খোরশেদ আলী (মালিক পক্ষের) সদস্য।
জনাব নাসির আলী (শ্রমিক পক্ষের) সদস্য।
রায়ের তারিখঃ-২৫-১০-৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ইং ১০-০২-৭৬ তারিখ তিনি ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ইং ০১-০৭-৮৩ তারিখ তাহাকে ইক্ষু উন্নয়ন পরিদর্শক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। তাহাকে ইং ১-৭-৯১ তারিখ হইতে ১৭২৫-১০৫-২৪৬০-১১৫-৩৭২৫ টাকা প্রথম টাইম-স্কেল প্রদান করা হয় এবং তিনি বর্তমানে ৩৪৯৫ টাকা বেতন পাইতেছেন। প্রথম পক্ষ একজন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী। প্রথম পক্ষ যাহাতে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করিতে না পারে সেই জন্য তাহাকে হঠাৎ ইং ৯-৪-৯৪ তারিখ তাহার বর্তমান স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষকে বে-আইনীভাবে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষ ইং ২৯-৫-৯৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত পদমর্যাদা স্থাপনের আদেশ প্রত্যাখান করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ লিখিত বর্ণনা দাখিলে এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদা স্থাপনের আদেশ বে-আইনীর কিছু নাই। প্রথম পক্ষের পদোন্নতির আদেশ প্রত্যাখান করার কোন অধিকার নাই। সম্পূর্ণ প্রশাসনিক কারণে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে জুনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য্য বিষয় ১ ও ২ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে একই স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ যাহাতে ইউনিয়নের কাজ করিতে না পারে শুধু সেই কারণেই তাহাকে একই স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে বিধায় শ্রমিক হিসাবে বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করার তাহার কোন অধিকার নাই।

স্বীকৃতমতে একই স্কেলে প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাও স্বীকৃত যে, উক্ত পদে তাহাকে স্থাপন করা হইলেও কাজের কোন পরিবর্তন হয় নাই। আর ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ জুনিয়র অফিসার

পদমর্যাদা স্থাপনের আদেশ গ্রহণ করেন নাই। তাই তাহার পূর্ব পদে বহাল থাকিয়া শ্রমিক হিসাবে এই মোকদ্দমা দায়ের করায় আইনতঃ কোন বাধা নাই। আর একই ক্ষেত্রে পদোন্নতির আদেশ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ইউনিয়নের কাজ হইতে বিরত রাখার জন্য এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। তা'ছাড়া কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে পদোন্নতি নিতে না চাহিলে তাঁহাকে জোরপূর্বক পদোন্নতি প্রদানের যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞ সদস্যদের মতামতের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। ২নং ২য় পক্ষের ইং ৯-৪-৯৪ তারিখের ফচিক/প্রশাঃ/ব্যাঃন্যূ-২০/৩১২৮ নম্বর আদেশ বাতিল করা হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, গার্ট লিপিকার, টাইপ করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

স্বাঃ
আব্দুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ২৫-১০-৯৪.

স্বা/ঃ
আব্দুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ২৫-১০-৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৫ম তলা),
৪নং, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
আই, আর,ও মামলা নং ৩৯/১৯৯৪

সৈয়দ আবু হোসেন আরশাদ
ইক্ষু উন্নয়ন পরিদর্শক,
ফরিদপুর চিনিকল,
পোঃ মধুখালী, ফরিদপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন,
১১৫-১২০ আদমজী কোর্ট, মতিঝিল,
ঢাকা, প্রতিনিধিত্বে-ইহার চেয়ারম্যান।

(২) মহা-ব্যবস্থাপক,
ফরিদপুর চিনিকল,
পোঃ মধুখালী,
জেলাঃ ফরিদপুর। —দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী খোরশেদ আলী (মালিক পক্ষের) সদস্য।
জনাব নাসিম আলী, (শ্রমিক পক্ষের) সদস্য।
রায়ের তারিখ: ২৫-১০-৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, ১৯৬৭ সনে তিনি ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং ৩০-৬-৮৩ তাহাকে ইক্ষু উন্নয়ন পরিদর্শক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ একজন ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মিত সদস্য। প্রথম পক্ষ যাহাতে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করিতে না পারে সেই জন্য তাহাকে ইং ৯-৪-৯৪ তারিখ তাহার বর্তমান স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষকে বে-আইনীভাবে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষ ইং ২৯-৫-৯৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত পদমর্যাদা স্থাপনের আদেশ প্রত্যাখান করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ লিখিত বর্ণনা দাখিলে এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপনের আদেশে বে-আইনীর কিছু নাই। প্রথম পক্ষের পদোন্নতির আদেশ প্রত্যাখান করার কোন অধিকার নাই। সম্পূর্ণ প্রশাসনিক কারণে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে জুনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?
(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয়-১ ও ২ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে একই স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ যাহাতে ইউনিয়নের কাজ করিতে না পারে শুধু সেই কারণেই তাহাকে একই স্কেলে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করা হয়। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে বিধায় শ্রমিক হিসাবে বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করার তাহার কোন অধিকার নাই।

স্বীকৃতমতে একই স্কেলে প্রথম পক্ষকে জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদায় স্থাপন করার আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাও স্বীকৃত যে, উক্ত পদে তাহাকে স্থাপন করা হইলেও কাজের কোন পরিবর্তন হয় নাই। আর ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ জুনিয়র অফিসার পদমর্যাদা স্থাপনের আদেশ গ্রহণ করেন নাই। তাই তাহার পূর্বপদে বহাল থাকিয়া শ্রমিক হিসাবে এই মোকদ্দমা দায়ের করার আইনতঃ কোন বাধা নাই। আর একই

ক্ষেত্রে পদোন্নতির আদেশ হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ইউনিয়নের স্বার্থ হইতে বিরত রাখার জন্য এই আদেশ জারী করা হইয়াছে। তাছাড়া কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে পদোন্নতি নিতে না চাহিলে তাহাকে জোরপূর্বক পদোন্নতি প্রদানের যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের প্রার্থনা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞ দস্যদের মতামতের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর করা হইল। ২ নং ২য় পক্ষের ইং ৯-৪-৯৪ তারিখের ফচিক/প্রশাঃ/দাঃনঃ-৫৮৯/৩১২৬ নম্বর আদেশ বাতিল করা হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া গেল না।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, শর্টহ্যান্ডলিপিকার টাইপ করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

স্বাঃ/
আব্দুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা
২৫-১০-৯৪।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা

তারিখ: ২৫-১০-৯৪

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মোকদ্দমা নং-৪৬/৯১ এবং ৫৮/৯৫

(১) মোঃ নজরুল ইসলাম
পিতা-আব্দুল জব্বার বেপারী,
গ্রাম-বাসকাঠি, পোঃ কটিকাঠি,
থানা ও জিলা-ঝালকাঠি।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং-৪৬/৯১।

(২) মোঃ সাইদুর রহমান
পিতা-মোঃ আঃ গনি মাঝি
গ্রাম-নয়না, পোঃ-গঠিয়,
থানা-উজিরপুর, বরিশাল।

আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং-৪৭/৯৩।

—প্রথম পক্ষগণ

বনাম

(১) সায়হাম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লিঃ,
পক্ষে—উহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
২৮, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

(২) ম্যানেজার,
সায়হাম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লিঃ,
নোয়াপাড়া, মদনপুর, হবিগঞ্জ।
—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত :- আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।

জনাব আবদুর রব (মালিক পক্ষের) সদস্য।

জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী, (শ্রমিক পক্ষের) সদস্য।

রায়ের তারিখ : ১৮-১০-৯৪

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার দুটি মোকদ্দমা। আই, আর, ও, মোকদ্দমা নং ৪৬/৯৩ এবং ৪৭/৯৩ এর প্রকৃতি ও বিচার্য বিষয় একই বিধায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে মোকদ্দমা দুইটি একত্রে বিচারের জন্য লওয়া হইয়াছে।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, আই, আর, ও ৪৬/৯৩ নম্বর মোকদ্দমার প্রথম পক্ষ ওয়াইণ্ডিং এবং আই, আর, ও ৪৭/৯৩ নম্বর মোকদ্দমার প্রথম পক্ষ কমি অপারেটর পদে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ইং ৮-৯-৯২ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাহাদের সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ১,৫০০ টাকা ও ১,৬০০ টাকা। তাহাদের চাকুরীর খতিয়ান নিষ্কলুষ। তাহারা প্রতিদিনের ন্যায় ইং ১-৯-৯৩ তারিখ তাহাদের দায়িত্ব পালন শেষে বাসায় আসেন। পরের দিন অর্থাৎ ইং ২-৯-৯৩ তারিখ তাহারা কারখানায় উপস্থিত হইয়া কাজ শুরু করিতে গেলে ম্যানেজার সাহেব অন্যায়ভাবে তাহাদের কাজ হইতে বিরত রাখেন। কাজ হইতে বিরত রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ম্যানেজার সাহেব ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেন এবং আর কারখানায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। ইহার পর তাহারা ইং ৪-৯-৯৩, ইং ৬-৯-৯৩ এবং ইং ১২-৯-৯৩ তারিখে কাজের জন্য কারখানায় উপস্থিত হন। কিন্তু তাহাদের কাজ দেওয়া হয় নাই। তাহারা কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া ইং ১৫-৯-৯৩ তারিখ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষদ্বয়ের অনুযোগ পূরণ করেন নাই। প্রথম পক্ষদ্বয়কে টার্মিনেট, ডিসমিস, ডিসচার্জ, ছাটাই বা সাময়িক বরখাস্ত না করিয়া কাজ হইতে বিরত রাখা সম্পূর্ণ বে-আইনী। তাই কাজে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষদ্বয় এই মোকদ্দমা দুইটি দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষদ্বয়ের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লিখিত জবাব দাখিল করেন: দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমা দুইটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষদ্বয়ের এই মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং তাহাদের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার নাই। প্রথম পক্ষদ্বয়কে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক চাকুরীতে নিয়োগ করা এবং তাহাদের সর্বশেষ মাসিক মজুরী ১,৫০০ ও ১,৬০০ টাকা থাকার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রথম পক্ষদ্বয় কখনো দ্বিতীয় পক্ষের স্থায়ী কর্মচারী ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষদ্বয়ের অনুযোগ পত্র পাইয়াছেন ঠিকই কিন্তু প্রথম পক্ষদ্বয় দ্বিতীয় পক্ষের কোন কর্মচারী ছিলেন না বিধায় উহা বিবেচনা করার কোন অবকাশ নাই। গায়হাম টেক্সটাইল মিলস লি: বি-এম-ই এর আওতায় একটি নতুন স্পিনিং ইউনিটের মেশিন প্রতিস্থাপনের কাজ চলছে। ইউনিটের একটি স্তর (অংশ বিশেষের) প্রতিস্থাপনের কাজ শেষ হইলে পর অত্যন্ত অস্থায়ীভাবে ২/৩ সপ্তাহের জন্য "সম্পূর্ণ অংশ বিশেষ" প্রতিস্থাপনের পরীক্ষামূলক-ভাবে "টেষ্ট রান" চালানো হয়। সে সময় প্রথম পক্ষদ্বয় অন্যান্য ক্ষতিপয় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সাথে অনিয়মিত/অস্থায়ীভাবে দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেন। ২/৩ সপ্তাহ সময় পরীক্ষামূলক টেষ্টরান সার্থকভাবে সমাপ্ত হইলে আবার স্পিনিং মেশিনটি বন্ধ করে পরবর্তী স্তরের প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী আরেক স্তর প্রতিস্থাপনের কাজ শেষ হইলে আবারও অস্থায়ীভাবে দৈনিক ভিত্তিতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে আবারও ২/৩ সপ্তাহের জন্য "টেষ্টরান" চালানো হয়। উক্ত স্পিনিং ইউনিটের মেশিন প্রতিস্থাপনের কাজ এখনও চলছে এবং সম্পূর্ণ হইতে বেশ সময়ের প্রয়োজন। প্রথম পক্ষ-দ্বয় অস্থায়ীভাবে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত শ্রমিক। তাহারা কাহারো কু-পরামর্শে এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তাই উপরোক্ত অবস্থায় মোকদ্দমা দুইটি খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) প্রথম পক্ষদ্বয়ের এই মোকদ্দমা দায়ের করার অধিকার এবং কারণ আছে কি ?

(২) প্রথম পক্ষদ্বয় তাহাদের প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষদ্বয় পক্ষে আই, আর, ও ৪৬/৯৩ নম্বর মোকদ্দমার প্রথম পক্ষ মো: নজরুল ইসলাম তাহাদের একমাত্র সাক্ষী হিসাবে তাহার জবানবন্দিতে তাহাদের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে তাহারা স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। উহা প্রমাণের জন্য তাহাদের কোন কিছু নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তাহাদের নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয় নাই এবং তাহা-দের হাজিরা কার্ডও নাই। আর তাহারা মাসিক ১,৫০০ টাকা মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন উহা প্রমাণেরও তাহাদের নিকট কোন কিছু নাই। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র সাক্ষী হিসাবে জনাব সালেহউদ্দিন আহমদ, ডি, জি, এম, গায়হাম টেক্সটাইল মিলস লি:, জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, প্রথম পক্ষদ্বয় কখনো তাহাদের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ছিলেন না এবং তাহারা ঠিকাদারের অস্থায়ী শ্রমিক ছিলেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষদ্বয় একাধারে ২/৩ সপ্তাহের বেশী কাজ করেন নাই। আর তাহারা

শ্রমিক নিয়োগের পরে তাহাদের হাজিরা কার্ড এবং সার্ভিস বহি প্রদান করেন। তিনি নমুনা হিসাবে একটা হাজিরা কার্ড এবং একটা সার্ভিস বহি প্রদর্শনী-ক এবং খ দাখিল করেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাহারা ২য় ইউনিটের শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শনী-গ চিহ্নিত হইয়াছে। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের বিষয় জবাবে নাই। তাহাকে প্রথম পক্ষদ্বয় হইতে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে প্রথম পক্ষদ্বয়কে অস্থায়ী এবং দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগের বিষয় জবাবে নাই। উক্ত বিষয় তিনি অস্বীকার করেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞআইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ সায়হাম টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর পক্ষে জবাব দাখিল করিয়াছেন কিন্তু সায়হাম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লিঃ এর পক্ষে নয়। অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বক্তব্য রাখেন যে, সায়হাম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লিঃ, সায়হাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের একটি অংগ প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া প্রথম পক্ষদ্বয় তাহাদের দরখাস্তের প্রথম প্যারায় পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে তাহারা সায়হাম টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর স্থায়ী শ্রমিক। তাছাড়া প্রথম পক্ষদ্বয় যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বা দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের মজুরী প্রদান করিয়াছিলেন উহার কোন প্রমান প্রথম পক্ষদ্বয় দিতে পারেন নাই। বিজ্ঞ আইনজীবি আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রকৃতপক্ষে সায়হাম টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর শ্রমিক নিয়োগের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইয়াছিল উহাতে কমি অপারেটর বা ওয়াইন্ডিং এর কোন পদ ছিল না। তাই প্রথম পক্ষদ্বয়ের এই মোকদ্দমা দায়েরের কোন কারণ বা অধিকার নাই।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষদ্বয় দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে স্থায়ী শ্রমিক দাবী করিয়া এই মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম পক্ষদ্বয় যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তি হইয়াছিলেন বা দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মাসিক মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ (Both oral & do cumentary) দিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষদ্বয় শুধু কাজে যোগদানের অনুমতির দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিলেন যাহা প্রদর্শনী ১ এবং ২ চিহ্নিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত দরখাস্ত যে দ্বিতীয় পক্ষ পাইয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণও দিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষদ্বয় অনুযোগ পত্রের কোন অনুলিপিও দাখিল করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে প্রথম পক্ষদ্বয় কখনও তাহাদের শ্রমিক ছিলেন না এবং তাহারা ঠিকাদারের অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে দৈনিক ভিত্তিতে মাঝে মাঝে কাজ করিয়াছেন। ঠিকাদারের শ্রমিক হিসাবে কাজ করার বিষয় দ্বিতীয় পক্ষের জবাবে নাই। তবে জবাবে নির্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য দক্ষ ও অদক্ষ অস্থায়ী শ্রমিকদের সহিত প্রথম পক্ষ মাঝে মাঝে দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করিয়াছেন। আর ২য় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের হাজিরা কার্ড এবং সার্ভিস বহি আছে। ২য় পক্ষ উহা প্রমাণের জন্য শ্রমিক আবু তৈয়েবের একখানা হাজিরা কার্ড এবং শ্রমিক লিয়াকত আলীর একখানা সার্ভিস বহি, প্রদর্শনী-ক এবং খ দাখিল করিয়াছেন। আর প্রদর্শনী-গ হইতে দেখা যায় যে সায়হাম টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর স্পিনিং ইউনিটে কিছু শ্রমিক নিয়োগের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় উহাতে কমি অপারেটর এবং ওয়াইন্ডিং এর কোন পদ নাই। এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হইলে প্রথম পক্ষদ্বয়কে অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে শ্রমিক ছিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে মাসিক মজুরী গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে প্রথম পক্ষদ্বয় উহা প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই প্রথম পক্ষদ্বয়ের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার বা কারণ নাই বিধায় তাহারা এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমা দুইটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আমার নির্দেশ মোতাবেক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, সাঁটলিপিকার, টাইপ করিয়াছেন এবং আমি উহা সংশোধন করিয়াছি।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা
তারিখ: ১৮-১০-৯৪

স্বাঃ
আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা

১০-১০-৯৪ইং

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।